সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১৫৪৮

৯. কিতাবুস সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ যে কারণে এই দুই সময়ে সালাত করা নিষেধ করা হয়েছে

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

আরবী

1548 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتقبَّلة حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح)

الراوي : أَبُو هُرَيْرَةَ | المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 1540 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (1371)، ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (1275)، ومضى بسند حسن قريباً (1540)

বাংলা

১৫৪৮. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কাছে এসে বলেন, “হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, “দিন-রাতের মধ্যে কোন সময় আপনি আমাকে সালাত আদায় করা নিষেধ করেন?” জবাবে তিনি বলেন, “যখন তুমি ফজরের সালাত আদায় করবে, তারপর আর কোন সালাত আদায় করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে উদিত হয়। তারপর সালাত আদায় করা হলে, তাতে ফিরিস্তাগণ উপস্থিত থাকেন। এভাবে দ্বি-প্রহরের আগ পর্যন্ত সালাত গ্রহণ করা হয়, অতঃপর যখন দ্বি-প্রহর হয়, তখন তুমি সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে যতক্ষন না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যায়। কেননা এসময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আর প্রচন্ড তাপ জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে। অতঃপর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাবে, সে সময়ের সালাতে ফেরেস্তাগণ উপস্থিত থাকে এবং সেই সালাত গ্রহণ করা হয়। এভাবে সালাত আদায় করতে পারবে, যতক্ষন না আসরের সালাত আদায় করো। যখন আসরের সালাত আদায় করবে, তখন সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আর কোন সালাত আদায় করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে অস্ত যায়। তারপরের সালাতে ফেরেস্তাগণ উপস্থিত থাকে এবং সেই সালাত ফজরের আগ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়।”[1]

ফুটনোট

[1] ইবনু মাজাহ: ১২৫২; সুনান বাইহাকী: ২/৪৫৫; মুসনাদ আহমাদ: ৫/৩১২; তাবারানী: ৭৩৪৪; হাইসামী, মাজমা‘উয যাওয়াইদ: ২/২২৪-২২৫।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। (আস সহীহাহ: ১৩৭১)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=90863

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন